UNIVERSITY OF KALYANI

5th semester Project Work

Gandhiji's role in India's Independence movement

NAME - AKASH GHOSH

REG NO - 043600

SUBJECT - HISTORY (HONOURS)

PAPER - CC-12

DATE - 21-12-2022

Scanned with OKEN Scanner

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে গান্ধীজীর ভূমিকা ঃ গান্ধীজী ছিলেন সর্বভারতীয় জনরাজনীতির রূপকার, তাঁর তিনি জাতি, ধর্ম, বর্ণ গোষ্ঠি নির্বিশেষে সারা ভারতীয় জন-সংগ্রামের পাশে দেশবাসীকে সামিল করেছিলেন, 1920 সালে সারা ভারত জুড়ে তাঁর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। কিন্তু তার আগেই তিনি ভারতের কয়েকটি অঞ্চলে স্থানীয় ভিত্তিতে সাধারণ মানুষের দাবিদাওয়া গুলিকে সামনে রেখে আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন, এমনই দুই আঞ্চলিক কৃষক আন্দোলন হল চম্পারন সত্যাগ্রহ ও খেড়া সত্যাগ্রহ বিহারের চম্পারন জেলায় নীলকর সাহেবরা নীলচাষিদের উপর কড়াকড়ি হারে খাজনা আদায় করে। তিন কাঠিয়া প্রথায় অত্যাচার ও শোষণ চলতে থাকে, তিন- কাঠিয়া কৃষকদের মোট জমির উপর 3/20 অংশ নীলচাষ বাধ্যতামূলকভাবে করতে হত। উৎপন্ন নীল বিক্রি করতে হত নীলকরদের বেঁধে দেওয়া দামে, চাষিরা ইংরেজ নীলকরদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়, গান্ধীজি চম্পারনে এসে নীলচাষিদের সাথে যোগাযোগ করলেন। চম্পারনের কৃষক আন্দোলন ভারতীয় রাজনীতিতে গান্ধীজী পরিচালিত আন্দোলনের প্রথম ধাপ।

অসহযোগ আন্দোলনের সময় (1920-22 খ্রীঃ) গ্রামাঞ্চলে গণ আন্দোলনের ব্যাপ্তি ঘটে, এই গণ আন্দোলনের মূল সামাজিক ভিত্তি ছিল কৃষক উপজাতি সম্প্রদায়, আন্দোলন গুলির প্রকরণে দ্বিমুখী চরিত্র দেখা যায়, কোথাও কোথাও জাতীয় কংগ্রেস এই আন্দোলনের গুলির নেতৃত্ব দিয়েছিল, আবার অন্যত্র আন্দোলনগুলি ছিল স্বয়ংক্রিয়, বাংলা বিহার উত্তর প্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশ প্রভৃতি স্থানে গ্রামীণ কৃষক আন্দোলনের প্রসার ঘটে। এই আন্দোলন ছিল গান্ধীজীর স্বাধীনতা-

আন্দোলনের পরবর্তী পর্যায়।

1930 খ্রিঃ এপ্রিলে ডান্ডি অভিযানের মাধ্যমে গান্ধীজী দ্বিতীয় সর্বভারতীয় গণ আন্দোলনের সূচনা করেন, 1930 খ্রিঃ শেষ দিক থেকে গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের উপর সক্রিয় ভূমিকা লক্ষ করা যায়। এদিকে সর্বভারতীয় আন্দোলন কৃষকদের মনে উৎসাহ জোগায়। পাশাপাশি এই সময়ের আর্থিক পরিস্থিতি কৃষকদের আন্দোলনের দিকে ঠেলে দেয়, এর কেন্দ্রস্থল ছিল উত্তর প্রদেশ। খাজনার উত্তরোত্তর হারের ফলে কৃষিখাতের উর্ধ্বগতি লক্ষ করা যায়। রায়বেরিলী জেলায় তালুকদারগণ চাষকরা 66 গুণ জমির মালিক ছিলেন। ভূমিহীন কৃষকদের সংখ্যা ছিল অনেক বেশি। এর সঙ্গে যুক্ত হয় বিশ্বব্যাপী মহামন্দাজনিত পরিস্থিতি। 1930 সালের পর এক বছরে পণ্যমূল্যের পরিমাণ চাষকরা পঞ্চাশ গুণ নেমে যায় এই রকম পরিস্থিতিতে কৃষকদের পক্ষে খাজনা দেওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে, পরিস্থিতি তাদের আয়ত্তের বাইরে চলে যায়। 1930 সালে মার্চ মাসে জওহরলাল নেহেরুর সভাপতিত্বে যুক্ত প্রদেশের কংগ্রেস কমিটি কয়েকটি প্রস্তাব গ্রহণ করে। এগুলি হল কৃষি জমির খাজনা হ্রাস করা, মহাজনদের কাছে কৃষকদের ঋণ মুকুব করা এবং ~~খাজনা~~ জমিদারদের প্রজা উচ্ছেদ বন্ধ করা, ইতিপূর্বে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হওয়ার আগে গান্ধীজী সরকারের কাছে এগারো দফা দাবি জানান, এর মধ্যে ছিল লবণকর প্রত্যাহার ও ভূমিরাজস্বের চাষকরা পঞ্চাশ হ্রাস, আইন অমান্য আন্দোলন চলাকালীন যুক্ত প্রদেশের অন্যান্য রায়বেরিলীতে কৃষক শ্রেণী এক ব্যাপক খাজনা বন্ধ আন্দোলন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত জাতীয় কংগ্রেসের আপসকামী মনোভাবের ফলে কৃষক আন্দোলন

স্তিমিত হয়ে পড়ে। 1942 সালের ভারত ছাড়ো আন্দোলন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা, কারণ, এই আন্দোলন ছিল ভারতের জাতীয় সংগ্রামের ইতিহাসে সর্বশেষ সর্বভারতীয় গণ আন্দোলন। গান্ধীজী পরিচালিত এই আন্দোলন ছিল সর্বাপেক্ষা ব্যাপক ও ঐতিহাসিক ভাবে তাৎপর্যপূর্ণ।

1942 সালের ভারত ছাড়ো আন্দোলন বা আগস্ট আন্দোলনের পিছনে এক বা একাধিক কারণ দায়ী ছিল, যথা- ① ক্রিপস প্রস্তাবের ব্যর্থতার পর কংগ্রেসের সঙ্গে ব্রিটিশ সরকারের সম্পর্কে, চির ধরে, গান্ধীজীর আপস নীতি ত্যাগ ভারতীয়দের আরও ব্রিটিশ বিরোধী করে তুলেছিল। ② জাপান মিত্রপক্ষের ~~কাছে~~ বিরুদ্ধে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যোগদান করলে এশিয়ায় মিত্রপক্ষের আধিপত্য বিপন্ন হয়। ব্রিটিশ উপনিবেশ হওয়ার কারণেই ভারতে জাপানি আক্রমণের সম্ভাবনা দেখা দেয়। ফলে ভারত নিরাপত্তার কারণেই ব্রিটিশ শাসনের অবসান চেয়েছিল। ③ 1942 সালে ক্রিপস ভারতে আসেন কিন্তু ভারতের রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্যই ক্রিপসের প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য না হওয়ার দরুন কংগ্রেস এই প্রস্তাব প্রত্যাখান করে।

1942 খ্রিঃ কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক সমিতি ভারতজোড়া প্রস্তাব গ্রহণ করে। এই প্রস্তাবে বলা হয় যে ভারতের মঙ্গলের জন্যই নয়, ফ্যাসিবাদ, নাৎসিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের অবসান এবং বিশ্বের নিরাপত্তার জন্যও ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান একান্ত জরুরি। এই প্রসঙ্গে গান্ধীজী ঘোষণা করেন 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে'।

1942 সালে 8 আগস্ট মধ্যরাতে গান্ধীজীসহ এই আন্দোলনের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের গ্রেপ্তার করা হলে সারা ভারত বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে ওঠে। নেতারা গ্রেপ্তার হলেও জনগণ নিজেরাই স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে এই আন্দোলনে অংশ নেয়, তবে তবে এই আন্দোলন কিছুটা স্তিমিত হয়ে পড়ে।

1942 সালের ভারত ছাড়ো আন্দোলন ব্যর্থ হলেও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এর গুরুত্ব অনস্বীকার্য। এই আন্দোলনের গুরুত্বগুলি হল — ① এই আন্দোলনে ভারতের সকল শ্রেণীর মানুষ অংশগ্রহণ করে, এর মাধ্যমে ভারতীয় জনগণের সংগ্রামী শক্তি সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত হয়। ② এই আন্দোলন প্রমাণ করে ভারতীয়দের জাতীয় চেতনা কত গভীর, তারা সুদৃঢ়ভাবে স্বাধীনতার জন্য সর্বপ্রকার আত্মত্যাগে প্রস্তুত। ③ এই আন্দোলনে হিন্দু-মুসলিম ঐক্য পরিলক্ষিত হওয়ায় এটি ছিল অসাম্প্রদায়িক। ④ এই আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে কংগ্রেসের শক্তিবৃদ্ধি পেয়েছিল, দলীয় নেতাদের আত্মত্যাগ কংগ্রেসের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছিল।

পরিশেষে বলা যায় সাম্রাজ্যবাদের প্রতি ভারতীয়দের ক্ষোভ ও স্বাধীনতার দুর্বার আকাঙ্ক্ষা এই আন্দোলনের মাধ্যমে প্রকাশ পায়, তাই একথা অনস্বীকার্য যে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে গান্ধীজীর ভূমিকা প্রধান এবং বিশেষ ভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

Scanned with OKEN Scanner

UNIVERSITY OF KALYANI

5th semester Project work

Gandhiji's role in India's independence movement

NAME - TANAY GHOSH

REG NO - 043604

SUBJECT - HISTORY (Honours)

PAPER - CC-12

DATE - 21.12.2022

Scanned with OKEN Scanner

* ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে গান্ধীজীর ভূমিকা:- গান্ধীজি ছিলেন সর্বভারতীয় জনরাজনীতির রূপকার। তাই তিনি জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোষ্ঠী নির্বিশেষে মহাভারতীয় জনসংগ্রামের পক্ষে দেশবাসীকে শামিল করেছিলেন। 1920 সালে সারা ভারত জুড়ে তাঁর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। কিন্তু তার আগেই তিনি ভারতের কয়েকটি অঞ্চলে স্থানীয় ভিত্তিতে সাধারণ মানুষের দাবিদাওয়াগুলিকে সামনে রেখে আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন। এমনই দুই অঞ্চলের কৃষক আন্দোলন হল চম্পারন সত্যাগ্রহ ও খেরা সত্যাগ্রহ। বিহারের চম্পারন জেলায় নীলকর সাহেবরা নীলচাষিদের উপর বাড়তি হারে খাজনা চাপায়। তিন কাঠিয়া প্রথায় অত্যাচার ও শোষণ চালাতে থাকে। তিন কাঠিয়া ব্যবস্থায় মোট জমির 3/20 অংশে নীলচাষ বাধ্যতামূলকভাবে করতে হত। উৎপন্ন নীল বিক্রি করতে হত নীলকরদের বেঁধে দেওয়া দামে। চাষিরা ইংরেজ নীলকরদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। গান্ধীজি চম্পারনে গিয়ে নীলচাষিদের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। চম্পারনের কৃষক আন্দোলন ভারতীয় রাজনীতিতে গান্ধীজি পরিচালিত আন্দোলনের প্রথম ধাপ।

অসহযোগ আন্দোলনের সময় (1920-22 খ্রিঃ) গ্রামাঞ্চলে জন আন্দোলনের ব্যাপ্তি ঘটে। এই জন আন্দোলনের মূল সামাজিক ভিত্তি ছিল কৃষক উপজাতি সম্প্রদায়। আন্দোলনগুলির প্রকরণেও দ্বিমুখী চরিত্র দেখা যায়। কোথাও জাতীয় কংগ্রেস এই আন্দোলনগুলির নেতৃত্ব দিয়েছিল, আবার অন্যত্র আন্দোলনগুলি ছিল স্বয়ংক্রিয়। বাংলা, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশ প্রভৃতি স্থানে গ্রামীণ কৃষক আন্দোলনের প্রসার ঘটে। এই আন্দোলন ছিল গান্ধীজির স্বাধীনতাআন্দোলনের পরবর্তী ~~[illegible]~~ ইঙ্গিত।

UNIVERSITY OF KALYANI

5th semester project work

Gandhiji's role in India's independence movement

NAME - SAYANI SALMA KHATUN

REG NO - 043598

SUBJECT - HISTORY(HONOURS)

PAPER - CC-12

DATE - 23/12/2022

Scanned with OKEN Scanner

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে গান্ধিজীর ভূমিকা:-

গান্ধিজি ছিলেন অহিংসবাদী আন্দোলনের রূপকার। তাই তিনি জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সর্বভারতীয় জনসাধারণের পাশে দেশবাসিকে নিয়ে কংগ্রেসে। 1920 সালে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। কিন্তু তার আগেই তিনি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে স্থানীয় বিভিন্ন সমস্যায় মানুষের ভূমিকা গ্রহণ করে আন্দোলনের সূচনা করে ছিলেন। এমনই দুই অঞ্চলের কৃষক আন্দোলন হল চম্পারণ সত্যাগ্রহ ও খেড়া সত্যাগ্রহ। বিহারের চম্পারণ জেলায় নীলকর সাহেবরা নীলচাষিদের উপর বাড়তি হারে খাজনা চাপায়। তিনি কর্মচারী, কারাধ্যক্ষ মোট জমির 3/20 অংশে নীলচাষ করতে বাধ্য করত। উৎপন্ন নীল বিক্রিও করতে হত নীলকরদের বেঁধে দেওয়া দামে। চাষিরা ইংরেজ নীলকরদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। গান্ধিজি চম্পারণে এসে নীলচাষিদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। গান্ধিজি চম্পারণের কৃষক আন্দোলন ভারতীয় রাজনীতিতে গান্ধিজি পরিচালিত আন্দোলনে প্রথম বিষয়।

অসহযোগ আন্দোলনের সময় গ্রামাঞ্চলে জন আন্দোলনের কর্মসূচি ছাড়া এই জন আন্দোলন মূল আদর্শগত ভিত্তি ছিল কৃষক উন্নতির জন্য। আন্দোলন গুলির প্রকৃতি দ্বিমুখী চরিত্র দেখা যায়। একদিকে আবার অন্যদিকে আন্দোলনগুলি ছিল খেড়া বিদ্রোহ, বাংলা বিহার, উত্তর প্রদেশ, অন্ধ্র প্রদেশ প্রভৃতি স্থানে গ্রামীণ কৃষক আন্দোলনের প্রসার ঘটে। এই আন্দোলন ছিল গান্ধিজির স্বাধীনতা আন্দোলন পরবর্তী ইঙ্গিত।

UNIVERSITY OF KALYANI

5th semester project work.

Gandhiji's role in Indian's independence movement

NAME - ABDUL MAJID BISWAS

REG NO - 043599

SUBJECT - HISTORY (HONOURS)

PAPER - CC - 12

DATE - 23.12.2022

Scanned with OKEN Scanner

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে গান্ধীজির ভূমিকা?

⇒ ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রাণ পুরুষ হিসেবে গণ্য করা হয় গান্ধীকে। স্বাধীনতা প্রাপ্তির অব্যবহিত পূর্বে প্রায় তিরিশ বছর ধরে তিনিই ছিলেন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অধিনায়ক। গান্ধীজির সফল নেতৃত্বের গুণে দিয়ে ভারতবাসীকে এক ও স্বাধীন জাতি হিসেবে অস্তিত্ব প্রকাশ করে।

রাজনৈতিক আদর্শ:

গান্ধীজির রাজনৈতিক আদর্শ ছিল অহিংস-সত্যাগ্রহ আদর্শ। তিনি রাজনীতির মাধ্যমে জনগণের নৈতিক ও আলোকায়ন আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। রাস্কিন টলস্টয়, যাঁরা প্রমুখগণের রচনা বলি গান্ধীজির রাজনৈতিক আদর্শকে প্রভাবিত করে। কংগ্রেসের পরবর্তী নেতাদের কাছে গান্ধীজির রাজনৈতিক আদর্শ ছিল অনুকরণীয়।

ভারতীয় রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট:

সুদীর্ঘ 21 বছর দক্ষিণ আফ্রিকায় কাটিয়ে গান্ধীজি 1915 খ্রি. আবার ভারত ফিরে আসেন। তার রাজনৈতিক গুরু গোপালকৃষ্ণ গোখলের পরামর্শে কোন তিনি সক্রিয় ভাবে যোগ দেন। আন্দোলনকারীদের কারাবরণী আন্দোলন প্রত্যক্ষ করে গান্ধীজি জাতীয় নেতা হিসেবে প্রস্তুতি নেন।

জাতীয় নেতা হিসেবে উত্থান:

গান্ধীজি পরপর তিনটি সত্যাগ্রহ আন্দোলন নেতৃত্ব দিয়ে জাতীয় নেতা হিসেবে নিজের উত্থান ঘটান। প্রথমে চম্পারণের রাষ্ট্রীয় সত্যাগ্রহ কৃষকদের।